রামতনু লাহিড়ী

ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

স টী ক সং স্ক র ণ

শিবনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদনা

জ্যোতির্ময় ঘোষ

পুনশ্চ

সূচিপত্র

কেন কী ভাবে এই সম্পাদনা ০৯-১৪

যেমন করে পড়তে চাই ১৫-৭৫

গ্রন্থপাঠ : সম্পাদকীয় তথ্যসূত্র ও ভাষ্য সহ ৭৭-৪২১

ভূমিকা ৭৭

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ৭৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ৮১

কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগরের রাজবংশ ও কৃষ্ণনগরে
লাহিড়ীদিগের বাস

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১০১

রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব,
বাল্যদশা ও কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১১৬

লাহিড়ী মহাশয়ের কলিকাতা আগমন ও বিদ্যারম্ভ।
কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৪৩

বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও
হিন্দু কালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৬৭

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৮৬

রামতনু লাহিড়ীর যৌবন-সুহৃদগণ বা নব্যবঙ্গের
প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ

সপ্তম পরিচ্ছেদ ২২০

ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা-কাল; ১৮৩৪ সাল
হইতে ১৮৪৫ সাল পর্য্যন্ত

অষ্টম পরিচ্ছেদ ২৪৪

বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন; ১৮৪৬-১৮৫৩ পর্য্যন্ত

নবম পরিচ্ছেদ ২৭০
বিদ্যাসাগর-যুগ; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত
দশম পরিচ্ছেদ ৩০৫
ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান; ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত
একাদশ পরিচ্ছেদ ৩২৫
কেশবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৩৫৫
ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের
সূচনা; ১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৩৭০
নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ৩৯৮
লাহিড়ী মহাশয়ের শেষজীবন; কৃষ্ণনগর বাস; পারিবারিক
দুর্ঘটনা-পুত্রকন্যার অকাল মৃত্যু; ধৈর্য্য ও ভগদ্ভক্তি
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ৪১১
লাহিড়ী মহাশয়ের কলিকাতায় আগমন,
বন্ধুগণমধ্যে যাপন; স্বর্গারোহণ

অতিরিক্ত ৪২২-৪২৮
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসুর পত্র।
মোক্ষমূলর কৃত সমালোচনা

পরিশিষ্ট ৪২৯-৪৬০
নির্দেশিকা ৪৬১-৪৮০

কেন, কী ভাবে এই সম্পাদনা

'এ সংসারে যে খেলে সে কানাকড়ি লইয়াও খেলে···' ১৯০৩-এর ১১ ডিসেম্বরে লেখা স্বরচিত মহাগ্রন্থের ভূমিকায় জীবনসাধক মনস্বী শিবনাথ শাস্ত্রী এই প্রবাদপ্রতিম কথাটি ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর গ্রন্থনার বিশেষত্ব সূচিত করেছেন। ভূমিকায় এই সূচনা-বাক্যাংশের পরে তাঁর সমগ্র গ্রন্থের অভিপ্রায় ও প্রতিপাদ্য তিনি স্পষ্টত জানিয়েছেন। তাই অংশটি আমরা গ্রন্থারম্ভে স্মরণ করতে চাই।

'এ সংসারে যে খেলে সে কানাকড়ি লইয়াও খেলে···' এই সূচনা-বাক্যাংশটির যে অমোঘ ও তীব্র আবেদন সব কালের মরমী মানুষই তা অনুভব করতে পারেন, একালের পাঠকদের কাছে খুব চেনা বাক্যাংশ না হলেও গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই চৈত্র ১৩১০-এর প্রবাসী পত্রিকায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখা সমালোচনায় মন্তব্য করেছিলেন —

'যে খেলে সে কানাকড়ি লইয়াই খেলে', এই অতিপরিচিত কথাটি, তিনি যে প্রকারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আশাহীনের মনেও আশা ও উৎসাহ জন্মে। যে অকপটতা ও একাগ্রতা বা আন্তরিকতা শব্দের প্রাণ, তাহা প্রতি বর্ণে পরিস্ফুট।'

শিবনাথ রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত লিখেছেন রামতনুর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ, তাঁকে মহাপুরুষ-জ্ঞানে। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ সমকাল ও রামতনুকে অভিজ্ঞতা থেকে জানেন এবং তাঁকে মহাত্মা বলেই মানেন। তাই রামানন্দ যখন লেখেন — 'যে মহাত্মার জীবনচরিত অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার সহিত এই ক্ষুদ্র সমালোচক বিশেষ পরিচিত। কাজেই বলিতে পারি যে, কোথাও কোনো কথা তিলমাত্র অতিরঞ্জিত হয় নাই বরং কোনো কোনো বিষয়ে আরও অধিককথা লিখিলে ক্ষতি হইত না। কিন্তু গ্রন্থকার হয়ত এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন' — তখন মনীষী-সম্পাদকের মূল্যায়ন পাঠকের শিরোধার্য হয়ে ওঠে।

'যে খেলে সে কানাকড়ি লইয়াও খেলে' — রামানন্দ এই বাক্যাংশটিকে তাঁর সমকালে অর্থাৎ শতাধিক বৎসর আগে 'অতিপরিচিত কথা'-রূপে জানতেন, কিন্তু বিগত শতাধিক বর্ষে এই আত্মপ্রত্যয় একালের মানুষের মধ্যে এতটাই সম্ভবত অবশিষ্ট নেই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সমালোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হেন সর্বকালের অন্যতম অগ্রণী সাময়িকপত্র সম্পাদকের প্রণিধানযোগ্য মূল্যায়নরূপে অবশ্য স্মরণীয়।

রামানন্দ অতিশয়োক্তি করেন না। তাঁর বস্তুনিষ্ঠা ও মনঃসংযোগ তর্কাতীত। লেখক শিবনাথ এবং প্রসঙ্গ রামতনু ও সমকাল 'প্রবাসী' সম্পাদকের করতলগত বলেই তাঁর প্রতিটি মন্তব্য একালের পাঠককে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটিকে রামানন্দ সর্বাগ্রে অতিসংক্ষেপে 'উৎকৃষ্ট গ্রন্থ' রূপে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তী কোনো সুযোগে

বিস্তারিত আলোচনা করবেন এই আশ্বাস দিয়ে তিনি শিবনাথের ভাষা ও প্রকাশ রীতির ভূয়সী প্রশংসাসহ গ্রন্থটির ইতিহাসগত গুরুত্বের গভীরতা নির্দেশ করেছেন — 'কেবল ইতিহাসের খাতিরেও এ গ্রন্থ সর্বত্র পঠিত হইবে।' — পরবর্তী বাক্যটিতেই যে মন্তব্য করেছেন তারও যাথার্থ্য পাঠক স্বীকার করবেন — 'এ গ্রন্থ পাঠ করিলে বাঙ্গালীর সকল মহাপুরুষের জীবন চরিতের কথাই অবগত হইয়া প্রভূত আনন্দলাভ করা যায়।'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উচ্চমানের সম্পাদক বলেই তিনি শিবনাথের ভাষার বিশেষত্ব তথা ইতিবাচক গুণগত আকর্ষণ প্রসঙ্গে পৌনঃপুনিক উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন দ্বিধাহীনভাবে — 'শিবনাথবাবুর ভাষায় একটা বিশেষত্ব আছে। সরল ভাষায় সুখপাঠ্য রচনা বড় সুলভ নহে; তার উপর আবার ঐ ভাষাটা এমন একটা যাদুমন্ত্রপূত, যে পড়িবামাত্রেই অন্তঃকরণে উৎসাহ জাগিয়া উঠে, এবং পবিত্রতা ও সাধুতার উপর গভীর অনুরাগ জন্মে।'

প্রথম অনুচ্ছেদেই ভাষার প্রশংসাসহ রামতনুর জীবনচরিত ও প্রাচীন বঙ্গসমাজের অবস্থার সতর্ক-সযত্ন চিত্রণের প্রশংসা করে নিয়েছেন রামানন্দ। শিবনাথের অসাধারণ গ্রন্থের অসামান্য তাৎক্ষণিক সমালোচনা করেছিলেন প্রবাসী পত্রিকার প্রবাদপ্রতিম সম্পাদকমহাশয়।

প্রথম প্রকাশের কয়েকমাস পরেই 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত গ্রন্থের সমালোচনার কয়েকটি মন্তব্য-মূল্যায়ন গ্রন্থটির স্বরূপ উদ্ঘাটনে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। 'ভারতী'র সমালোচক গ্রন্থটিকে এমন একটি কালের ইতিহাসরূপে গণ্য করেন, যে কালের ইতিহাস শিবনাথের নখদর্পণে ছিল বলেই তাঁর গভীর বিশ্বাস। নব্যবঙ্গ নব আশায় ও নব আকাঙ্ক্ষায় তখন জাগ্রত। ঈশ্বরগুপ্তের নেতৃত্বের পাশাপাশি ডিরোজিও-র শিক্ষার কথা স্মরণ করেছেন সমালোচক। গ্রন্থটির ভাষা নিয়েও অনুপুঙ্ক্ষ আলোচনায় সমালোচক ভাষার সঙ্গে সমকালের সম্পর্ক বিশ্লেষণে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা গদ্যের বিবর্তনের গতিরেখা নির্দেশের এই প্রচেষ্টা আধুনিক সমালোচককে বিস্মিত করে, আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবজটিলতার স্রোত 'সোমপ্রকাশে'র মতো পত্রিকাকেও প্রাণিত করে এবং সমকালীন 'ঘটনাবলী, অবস্থার বৈষম্য ও বিভিন্ন মতের প্রচারে বিচিত্রভাবে পুষ্ট নবছন্দে বিকাশোন্মুখ যুগের ইতিহাস শাস্ত্রীমহাশয় নখদর্পণে দেখিয়াছেন। তিনি প্রাঞ্জল ও কৌতূহলোদ্দীপক সুন্দর ভাষার আকর্ষণে আমাদিগকে মুগ্ধের ন্যায় টানিয়া লইয়া বিগত অর্ধশতাব্দীর আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয় এই বিচিত্র ইতিবৃত্তে একটি সম্ভ্রমজনক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।'

নবযুগের দোষ রামতনুকে স্পর্শ করেনি, নবশিক্ষা তাঁকে উদার বিশ্বমানবতার পথে চালিত করেছিল, উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতির মুখে তাঁকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়নি, ব্যক্তিগত দুঃখশোকের অন্ধকার অতিক্রম করে তিনি কীভাবে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত পথরেখাটিকে চিনে নিতে পেরেছিলেন এবং নিজের জীবনাদর্শে সমগ্র শিক্ষিত সমাজটিকে প্রাণিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সেই সত্যটিকেই সমালোচক উপস্থাপিত করেছেন রামতনু লাহিড়ী প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী' কাব্যের দুটি ছত্র উদ্ধৃতির মাধ্যমে —

এক দিন তাঁর কাছে করিলে যাপন
দশ দিন থাকে ভালো দুর্বিনীত মন।

।। দুই ।।

চিরত্ব বা নিত্যতা অথবা মৃত্যু অমরতা ও পুনঃপ্রবাহের পুরোনো ও নতুন নিয়মগুলির সন্ধান ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে চাই না এখানে, তবু কেন স্কুল-কলেজের সন্ধিপর্ব থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী বা তারও বেশি সময় মাতৃভাষায় প্রণীত দু-চারখানি বই পাঠকের স্মৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে এবং সুদীর্ঘ ব্যবধানে মনে হতে থাকে সেসব গ্রন্থের অপ্রতিরোধ্য প্রাসঙ্গিকতা, তা সত্যিই ভাবিয়ে তোলে পাঠককে।

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' মাত্র কয়েকটি বই-এর অন্যতম তেমন একটি বই যা শতবর্ষের পথ জানুয়ারি ১৯০৪ অতিক্রম করে এই মুহূর্তেও দাবি করছে আমাদের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বহুবিধ সমস্যাকেন্দ্রিক প্রশ্নাবলির প্রহার। বইটি একটি বিদ্যালয়-শিক্ষকের, প্রধান শিক্ষকের জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপূর্ণ আলেখ্য। স্থূলত ও সামান্যত এই গ্রন্থে উত্থাপিত সমস্যাগুলি রামতনু সংক্রান্ত হলেও এই বিস্ময়কর সময়ের অবিশ্বাস্য ব্যক্তিত্বসমূহের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের জীবনসংকটের নিদর্শনও বটে।

তাছাড়া প্রথমত ও প্রধানত প্রসঙ্গ শিক্ষা হলেও সাহিত্য ও বিশেষভাবে সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলিও এসে পড়ে। হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বৃত্তান্তও এই গ্রন্থে প্রধান বিবেচ্য বিষয় বলেও ধর্ম আন্দোলন-সচেতন পাঠকবর্গের মনে হতে পারে। একালের কোনো বিচক্ষণ পাঠকই তৎকালীন বঙ্গসমাজের এই বৃত্তান্তকে সময়বন্দী নিছক কোনো বিবর্ণ পাঠরূপে এড়িয়ে যেতে পারেন না, ভাবতে পারেন না নিছক সেকালের ছবি। তাই এ গ্রন্থের নিছক পুনর্মুদ্রণ আজকের পাঠকের কাছে যথেষ্ট নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই গ্রন্থটির পাঠ ও বিশ্লেষণ জাতীয় জীবনের সাম্প্রতিক সংকটের আলোকস্তম্ভরূপে অনুধাবন করা।

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক ও জয়েন্ট পরীক্ষা প্রভৃতির ফলাফল প্রকাশের পরে বিশ্লেষণ পর্ব চলছে ২০০৬-এর জুনমাস জুড়েই। আজকের যাবতীয় সমস্যার কেন্দ্রে আমাদের দেশের শিক্ষা সংকট। রামমোহন-হেয়ার-ডিরোজিও-অক্ষয়কুমার দত্ত-বিদ্যাসাগর-লালবিহারী-প্যারীচাঁদ- ভূদেব -মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-শিবনাথ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা-ব্রহ্মবান্ধব-রবীন্দ্রনাথ বস্তুত এই তালিকা অন্তহীন যাবতীয় মনস্বী জীবনসাধক বিদেশি শাসনের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনার পাশাপাশি দেশ ও জাতি গঠনের পথে যুবশক্তিকে পথের হদিস দেবার মতো বাস্তবিক ও মানবিক জীবনবোধসম্পন্ন শিক্ষার কথাই বলেছেন।

বিজ্ঞান ও বিবিধ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের শিক্ষার মাহাত্ম্য আজ আমাদের আবার স্মরণ করতে হচ্ছে। প্রায় গাণিতিক হিসাবে এখন থেকে একশো বছর আগে জাতীয় শিক্ষা-চিন্তায় মগ্ন সমকালীন মনস্বীবৃন্দ এইসব কথায় তর্কে-বিতর্কে অনেক গভীরভাবে ব্রতী ছিলেন।

সংকট নিরসনের উপায় কী

সেকালেও শিক্ষাসংকটের নিরসনে যে নির্ণয়, একালেও সমাধান সেই একই। প্রাসাদ ও অট্টালিকা চাই, চাই মূল্যবান ও আধুনিক আসবাবপত্র, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি, অভিজাত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত, আধুনিক পাঠ্যক্রম, সুশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী এবং ইত্যাদি — কিন্তু আসল কথা ও শেষকথা অঙ্ক শেখাবেন বা সাহিত্যের পাঠ দেবেন কী-না ডিরোজিও-রামতনু, বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী প্রমুখ শিক্ষাচিন্তানায়কের ভাবাদর্শের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত শিক্ষকমণ্ডলী! অর্থাৎ

উৎকৃষ্ট শিক্ষক চাই। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেই স্কুল থেকেই চাই আমাদের উৎকৃষ্ট শিক্ষকমণ্ডলী। তাই আমাদের পড়তে হবে, শিখতে হবে রামতনু লাহিড়ীর মতো শিক্ষকের সানুপুঙ্খ জীবনী।

এ গ্রন্থ তাই ধ্রুপদী গ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থ নয়। একজন শিক্ষকের জীবন ও জীবন-পরিবেশের বৃত্তান্ত। সেই বৃত্তান্তের লেখকও মামুলি ডিগ্রিধারী আমার-আপনার মতো কোনো শিক্ষক নয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো এক মহান সামাজিক শিক্ষক।

তাই বিস্মিত হতে হয় এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশের কাল থেকে বিগত একশো বছরের বেশি সময় ধরে গ্রন্থটির মূল নায়ক রামতনু বা তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় নায়কদের নিয়ে যত না আলোচনা-গবেষণা-বিশ্লেষণ মাঝে মাঝে সেগুলিকে ছাড়িয়ে যায় মহান গ্রন্থকর্তা শিবনাথ শাস্ত্রীর আদর্শানুরাগ ও বহুমুখী কর্মজীবন।

প্রসঙ্গত বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর সাযুজ্যের দিকটিকে অনুভব করলেও এ বিষয়ে চিন্তাবিদ বিপিনচন্দ্র পালের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ যদিও মন্তব্য করেন, 'আমার পিতার ধর্মসাধনা তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার সাধনা খালকাটা জলের মতো ছিল না, সে ছিল নদীর স্রোতের মতো।··· তেমনি বুদ্ধিবিচারের অনুসরণে নয় কিন্তু আত্মার প্রাণবেগের ব্যাকুল অনুধাবনে পিতৃদেব সমস্ত কঠিন বাধা ভেদ করিয়া অসীমের অভিমুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমগ্র জীবনের সহজ ব্যাকুলতার স্বভাবটি শিবনাথ ঠিকমতো বুঝিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার এই সহজবোধটি ছিল।' সেক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেন, 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে মহর্ষির হিন্দুভাবাপন্ন কিংবা কেশবচন্দ্রের ইউরিটান ভাবাপন্ন রক্ষণশীলতা একেবারে ছিল না বলিলে চলে।··· দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ের মধ্যেই একটা অতিপ্রবল প্রকৃতিগত আস্তিক্যবুদ্ধি ছিল।' অন্যত্র, 'শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে কোনো স্বাভাবিকী ও বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি না থাকিলেও সর্বদা এক প্রকারের ধর্মানুরাগ বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশে মুমুক্ষুত্ব হইতেই ধর্মানুরাগী উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের ধর্মানুরাগ এই জাতীয় কিনা সন্দেহ। ইহাকে বিলাতি ছাঁচের ধর্মানুরাগ বলিয়া মনে হয়।··· এই জাতীয় ধর্মানুরাগের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের বা ভগবদ্ভক্তির অপরিহার্য সম্বন্ধ নাই। শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মানুরাগ অনেকটাই এই জাতীয়।'

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত শিবনাথের প্রকৃতির এই লক্ষণটিকেই 'তাঁহার প্রবল মানব-বৎসলতা' বলে চিহ্নিত করেছেন। শিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তরদৃষ্টি দুই-ই ছিল। মহর্ষির সঙ্গে শিবনাথের এই সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বদেশ হিতৈষা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথম স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক গানকে ব্রহ্মসঙ্গীত ভুক্ত করেন।

এখানে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন কর্মযোগী শিবনাথের আভাসমাত্র দিয়েই তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইটির (ইংরাজি সংস্করণ 'Ramtanu Lahiri, Brahman and Reformer' Edited by : Sir Roper Lethbridge. Published by : Swan Sonnenschein and Co. Ltd.লন্ডনে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল) কেন্দ্রীয় চরিত্র রামতনুর অবিস্মরণীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি — রামতনু প্রথমত শিক্ষক, দ্বিতীয়ত শিক্ষক এবং তৃতীয়ত ও শেষ পর্যন্ত ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও-শিষ্য শিক্ষক।

শিবনাথের গ্রন্থটিতে শিক্ষক রামতনুর জীবন ও আদর্শের ভিত্তিভূমি ও স্বরূপটি অবশ্যই পরিস্ফুট, সমকালীন বঙ্গসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সুমুদ্রিত তবু ১৩১০ সালের ৩০ কার্তিক লেখা আঠাশটি সূত্রেবন্ধ অতিরিক্ত রূপে মূল গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত শ্রীযুক্তবাবু ক্ষেত্রমোহন বসুর যে পত্রটি কার্যত গ্রন্থের অংশরূপে সংযুক্ত করেছেন শিবনাথ সেই পত্রটির প্রতিটি শব্দ ও বর্ণ দেশ ও জাতির শিক্ষা নিয়ে ভাবিত, প্রশাসন ও প্রশাসন পরিচালক প্রতিটি ব্যক্তির নিত্য অবশ্য পাঠ্যরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। বস্তুত, ক্ষেত্রমোহন বসুর পত্রটি শিক্ষক রামতনু চরিতের সারাৎসার রূপে আমরা গণ্য করি। ক্ষেত্রমোহন রামতনুর শুধু ছাত্র ছিলেন না, এমন নিবেদিত প্রাণ শিষ্য সবযুগেই বিরল। ক্ষেত্রমোহনের পত্রের প্রতিটি ছত্রই আবৃত্তিযোগ্য, ধরা যাক দশমসূত্রে ক্ষেত্রমোহন লিখেছেন লেখাপড়া ও শিক্ষকতা যে কী কঠিন কাজ এবং ছাত্রের দায়িত্ব যে কী দুরূহ তা রামতনুর সান্নিধ্যে ও দয়ায় তারা জানার সুযোগ পেয়েছিল। আবার একাদশ সূত্রে রামতনুর সমকালীন কয়েকজন সেরা প্রধান শিক্ষকের উল্লেখ করে যখন ক্ষেত্রমোহন মনে করেন তাঁরা অনেকেই রামতনুর চেয়ে পাণ্ডিত্যের মাপে বড়ো হলেও শিক্ষাদানে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন কিনা সন্দেহ? শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ শিক্ষক রামতনুর গুণগ্রাহী ছিলেন। দ্বাদশ সূত্রটিতে শিক্ষাদানে রামতনুর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সন্ধানকালে ক্ষেত্রমোহন লিখেছেন — ধন নয়, মান নয়, জীবনের উৎকর্ষ সাধনে প্রতিদিন শিক্ষা-অর্জনের জন্য তাঁর সাধনা জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও সক্রিয় ছিল।

মূল গ্রন্থটির তুলনায় এই সম্পাদিত সংস্করণটির ভিন্নতা বুঝতে চাইলেই স্পষ্ট হবে। যদিও উল্লেখযোগ্য পুরোনো বই-এর নতুন বা সম্পাদিত পুনর্মুদ্রণ আখছাড় চলছে। এই গ্রন্থটির বিস্তারিত সম্পাদনা অভিপ্রেত ছিল। সেই পুনর্মুদ্রিত অংশ এখানে আছে। যাঁরা সেই অংশের পাঠ চাইবেন, তা পড়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন কিন্তু চারিদিকের বিভ্রান্তিকর শিক্ষাদর্শ কমবেশি যে শিক্ষাসংকটের সম্মুখীন করেছে সমগ্র শিক্ষার্থী সমাজকে ধারাবাহিক প্রায় অর্ধশতাব্দীর (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় পাঁচবছরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ও গবেষণা পরিচালনা ও পরীক্ষার কাজ সহ আরও তেতাল্লিশ বছরের মতো অর্থাৎ সাড়ে সাতচল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনে হয়েছে শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক মাত্রেরই এবং বিভিন্নক্ষেত্রে যারা কর্তাব্যক্তি তাঁদের সকলেরই এই গ্রন্থের পাঠ অনুধাবন ও প্রয়োগ অপরিহার্য। শিক্ষা সংকটের সমাধান করতে পারেন একমাত্র যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষা-পরিচালকবর্গ।

গ্রন্থটির সম্পাদনায় যাদের উৎসাহ ও সহায়তা পেয়েছি তাদের যথোচিত শুভেচ্ছা জানানোর সময় এই গ্রন্থটি যাঁকে উৎসর্গ করেছি, সিপিআই এমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বামফ্রন্টের কমিটির সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ও বিদ্যাসাগরে অভিনিবিষ্ট আক্ষরিক অর্থেই শিক্ষাভাবুক মাননীয় শ্রী বিমান বসুর উদ্দেশ্যে এই সম্পাদিত সংস্করণটি একটি খোলা চিঠির মতো। সারাজীবনের আনুষ্ঠানিক সবেতন কর্ম-জীবনের শেষে এই গ্রন্থটির সম্পাদনা হিসাব-নিকাশ সদৃশ। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় শুরু করে প্রায় অর্ধশতাব্দীর শিক্ষকজীবনে এইটুকুই শিখেছি যে, শিক্ষকতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। সরকারি-বেসরকারি দান-দক্ষিণা শিক্ষকের প্রাপ্য হতে পারে না। শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে এবং তার বাইরেও ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সে তার ভূমিকাকে কতদূর প্রসারিত করতে পেরেছিল সেটাই তার জীবনের জমাখরচের খাতার অন্তিম পৃষ্ঠা।

একদা-বিশ্রুত অধুনা-বিস্মৃত জরুরি কিছু বই প্রকাশের একটা আগ্রহ দেখা দিয়েছে সাম্প্রতিক